যুগান্তর

10 JAN 2003
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

বুয়েটে ভিন্ন দাবিতে আন্দোলন

বুয়েটের কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের শিক্ষার্থী রাহীর আঁকা ব্যঙ্গ কার্টুনটিতে শিক্ষার্থীদের ক্ষোভের প্রকাশ ঘটেছে

মিনহাজ মোর্শেদ রুমন

বেশ ক'দিন ধরেই বুয়েটে শিক্ষার্থীদের মাঝে চাপা একটি ক্ষোভ বিরাজ করছিল। রাতে আবাসিক হলগুলোতে চলত গ্রুপে গ্রুপে আলোচনা। গত ৫ জানুয়ারি সবগুলো ডিপার্টমেন্টের শিক্ষার্থীরা মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করে, ভিসি অফিসে গিয়ে প্রদান করে স্মারকলিপি। 'বুয়েট শিক্ষক সমিতি' কর্তৃক গৃহীত একটি প্রস্তাবের প্রতিবাদ ছিল গোটা কর্মসূচির সারাংশ।

শিক্ষক সমিতির প্রস্তাবনাটি ছিল নিম্নরূপ—

১. বুয়েট শিক্ষকদের পরিচালনায় বর্তমান ব্যবস্থার সমান্তরালে একটি ৪ বছর মেয়াদি সান্ধ্যকালীন বিএসসি কোর্স চালু করা, যার ফি হবে ৪,৮০,০০০ টাকা এবং এর ৬০ শতাংশ অর্থ পাবেন কোর্স পরিচালনাকারী শিক্ষকরা।

২. বুয়েটের বর্তমান আসন সংখ্যার ২ শতাংশ (১৭টি) সংরক্ষিত থাকবে শিক্ষকদের সন্তান ও পোষ্যদের জন্য।

প্রস্তাবনাটির বিপক্ষে জোরালো অবস্থান নেয় প্রায় সব শিক্ষার্থীই। শিক্ষার্থীদের প্রতি সমর্থনে এগিয়ে আসেন রাগীব হাসান ও শাহরিয়ার নির্জনের মতো প্রাক্তন ছাত্র এবং শিক্ষক, যারা বিদেশ থেকেও ইন্টারনেট ব্লগিংয়ের মাধ্যমে এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। জানা যায়, বুয়েটের বর্তমান শিক্ষকদের অধিকাংশই প্রস্তাবনাটির বিপক্ষে। সান্ধ্যকালীন কোর্সকে তারা 'বাণিজ্যিক কোর্স' হিসেবে উল্লেখ করে আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে—

১. এর পরিণতিতে বুয়েট মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে।

২. একাধিক শিফট চালুর মাধ্যমে পড়াশোনা হবে কেবল ক্লাসনির্ভর; গবেষণা ও নতুন জ্ঞান সৃষ্টির প্রক্রিয়া হয়ে পড়বে স্থবির।

৩. একদল শিক্ষার্থী পড়বে সরকারিভাবে মেধার ভিত্তিতে কম বেতনে, অন্যদিকে একদল শিক্ষার্থী পড়বে উচ্চ বেতনে। একই ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের এ দুটি শ্রেণী অবধারিতভাবে সৃষ্টি করবে বৈষম্য।

৪. অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েও এ ধরনের কোর্স চালু হবে, যার মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে বাণিজ্যিকরণ ছড়িয়ে পড়বে।

অপরদিকে শিক্ষকদের 'পোষ্য কোটা' নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করে শিক্ষার্থীরা। তাদের ভাষ্যমতে, কোটা সুবিধা দেয়া হয় বিশেষ ক্ষেত্রে সুবিধাবঞ্চিত তথা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সামগ্রিকভাবে এগিয়ে নেয়ার জন্য। এ ক্ষেত্রে বুয়েটের শিক্ষক-সন্তানেরা কোনভাবেই সুবিধা বঞ্চিতদের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং মেধার ভিত্তিতে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে আসা অন্যান্য অনেক শিক্ষার্থীর চেয়ে বেশি নাগরিক সুবিধা ভোগ করে আসছে। তাছাড়াও কতিপয় শিক্ষক কোটা পদ্ধতির অপব্যবহার করে অবৈধ বাণিজ্যেও জড়িয়ে পড়তে পারে বলে ধারণা করছেন অনেকে। সেজন্য শিক্ষার মান ধরে রাখা এবং মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশায় নিয়ে আসার প্রয়োজনে শিক্ষকদের বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য বিকল্প সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণের জন্যও শিক্ষার্থীরা সরকারের কাছে অনুরোধ জানান।

এরপর দেখা যায়, শিক্ষক সমিতি উত্থাপিত প্রস্তাবনাটি একাডেমিক কাউন্সিলে না উঠিয়ে আপাতত স্থগিত করা হয়েছিল। কিন্তু এখানেও শিক্ষার্থীরা 'স্থগিত নয়', 'বাতিলে'র পক্ষে তাদের জোরালো অবস্থানের কথা জানিয়েছেন। সর্বশেষ খবর হল, শিক্ষকরা সব দাবী মেনে নিয়েছেন। এ প্রেক্ষিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা আন্দোলন স্থগিত করেছে। এবার তারা নিশ্চিন্ত মনে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে।